# ‘ইস্টার্ণ পাকিস্তান’ বা ‘বৃহত্তর বাংলা’ পরিকল্পনা এবং বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ

HISTORY HONS SEM-VI DSE-1 UNIT-I

**Nilendu Biswas**
Assistant Professor & Head
Dept. of History
Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College



OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

# ‘ইস্টার্ণ পাকিস্তান’ বা ‘বৃহত্তর বাংলা’ পরিকল্পনা

স্বাধীন ‘ইস্টার্ণ পাকিস্তান’ বা এক ধরনের ‘বৃহত্তর বাংলা’-র ধারনা লালন করে ‘সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গোষ্ঠী’ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হাত দিয়েছিল । কারণ এর সঙ্গে বাংলা অবিভক্ত থাকা না থাকার মতো দীর্ঘমেয়াদী প্রশ্ন এবং বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি হিন্দু ও বাংলার বাইরের মুসলমানদের সম্বন্ধ কেমন হবে তা জড়িত ছিল । অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এঁরা রাষ্ট্রগঠন সংক্রান্ত তাঁদের এই স্বতন্ত্র ধারনা জনসম্মুখ্যে তুলে না ধরে একে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখেন । ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি, যা পাকিস্তান আন্দোলনের বিজয়ের জন্য অপরিহার্য শর্ত ছিল, সেটি বিঘ্নিত হতে পারে এই আশঙ্কাতেই তাঁরা এমন পন্থা অবলম্বন করেন ।


OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

তখনকার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ছিলেন জনপ্রিয় ও শীর্ষস্থানীয় বাঙালি নেতা । বাঙালির জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নে তাঁদের আগ্রহ ছিল, সন্দেহ নেই । কিন্তু তাঁরা তাঁদের চিন্তাকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য দূরদর্শিতা ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন । এই ব্যর্থতার নানা কারণ থাকতে পারে, তবে তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবল থাকায় তাঁরা এই পর্যায়ে বাঙালির জাতি-রাষ্ট্র গঠনে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হননি । নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই বাঙালি নেতাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সম্পর্ককে তাঁদের পরিকল্পিত ‘একীভূত পাকিস্তান রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগিয়েছে।


OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

বস্তুত, বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান যদি ঐক্যবদ্ধভাবে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের সমর্থনে সর্বভারতীয় পর্যায়ে তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ভূমিকা রাখতে পারত, তাহলে এই উদ্যোগ সফল হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল । এজন্য প্রয়োজন ছিল ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একই বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি স্বচ্ছ ও শক্তিশালী ধারনা বর্তমান থাকা । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এটা অনুপস্থিত ছিল । বাংলার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ বিবেচনায় একই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারনা গড়ে ওঠা খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিল ।


OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

তাই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত পাকিস্তান আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেও সোহরাওয়ার্দী ও অন্যদের পক্ষে ১৯৪৭ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল । লক্ষ্যণীয় যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বাস্তবতায় পরিকল্পিত রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তির সময়োপযোগী ও যথাযথ পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট অবস্থা থেকে ক্রমশ তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ।


OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

# বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ

যে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের কাছে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ ছিল 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ', যারা বাংলাভূমি ও বাঙালি জাতির ঐক্য বজায় রাখার জন্য আয়োজন করেছিল রাখিবন্ধন উৎসবের এবং যাদের দুর্বার আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার ঐ ব্যবস্থাকে রদ করতে বাধ্য হয়েছিল, সে হিন্দু ভদ্রলোক সমাজই ১৯৪৭ সালে বাংলাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করার পক্ষে রায় দিয়েছিল । ইতিহাসের দিক থেকে যা ছিল এক নিষ্ঠুর পরিহাস । সমাজ বদলায়, এর সঙ্গে বদলায় সমাজে বাস করার সিদ্ধান্ত সমূহও । বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের কাছে বাঙালি জীবনসত্তা সংক্রান্ত ১৯০৫ সালের সিদ্ধান্তসমূহ ১৯৪৭-এ এসে সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল । যেমন বাঙালি মুসলিম উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে ১৯৪৭ সালের 'পাকিস্তান' সিদ্ধান্ত সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল ১৯৬০-এর দশকে এসে ।


OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদে দীক্ষাগ্রহণের মতো বঙ্গীয় মুসলিম নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বাঙালি জাতীয়তাবাদ থেকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের রূপান্তর ঘটেছিল । কিন্তু তা ছিল আপেক্ষিকভাবে অনেক ধীরগতিতে । দেখা যায় যে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিকাশের পাশাপাশি তারা প্রণয়ন করছে স্বাধীন সংসদ (১৯৪২), পূর্ব পাকিস্তানে রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪২)। তবে এসব ছিল লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক নিখিল বঙ্গ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি । এ প্রবণতারই সর্বশেষ প্রকাশ ঘটে দেশবিভাগের প্রাক্কালে হোসেন সোহরাওয়ার্দীর ‘অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রস্তাবে’।


OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

কিন্তু ১৯৪০-এর পর থেকে বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ব্রিটিশ রাজের অবস্থান এমন দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে যে সাধারণ সমাজ ঘটনাপ্রবাহ অনেক পিছিয়ে পড়ে । ভাগ বাটোয়ারার প্রতিযোগিতায় মত্ত শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে গৌণ হয়ে গেল হাজার হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন, মাটি ও মানুষের সম্পর্ক । হিন্দু ভদ্রলোকের দেশ ভাগাভাগির প্রস্তাব মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি মেনে নেয় এবং এই ভাগাভাগিতে পৌরোহিত্য করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজ । এর দ্বারা কোব বিশেষ অঞ্চলের হিন্দু ভদ্রলোক মুসলিম রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে রেহাই পেলো, আর অন্য অঞ্চলের মুসলিমরা রেহাই পেলো সেখানকার হিন্দু জমিদার, মহাজন, আমলাদের আধিপত্য থেকে ।


OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ এবং এর ফলশ্রুতিতে দেশবিভাগ বাঙালি সংস্কৃতি এই অভিন্ন উত্তরাধিকারকে সাময়িকভাবে স্তব্ধ করতে সক্ষম হলেও অচিরেই পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের পুর্নমূল্যায়ন শুরু হয় । সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার সচেতন ছিল এবং সে বাধাকে অতিক্রম করার লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছিল বিশেষ ভাষা ও শিক্ষা নীতি, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশনস'। কিন্তু পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে গণভিত্তিক করা তো সম্ভব হয়নি, বরং পাকিস্তান অর্জনে শ্রেষ্ঠ অবদান রেখেছেন এমন বহু নেতা পর্যন্ত জাতীয়তাবাদে আস্থা হারিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন । যার সূত্রপাত হয়েছিল ভাষা আন্দোলন থেকে ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.